তারিখ: 21 OCT 2015
পৃষ্ঠা: ৫ কলাম: ৫

সংবাদ

বদরপুর সর. প্রা. বিদ্যালয়

শনিবার দুপুর ১২টা

শিক্ষকদের কক্ষে তালা শ্রেণীকক্ষে ব্যস্ত দফতরি

আকবর হোসেন, জামালগঞ্জ (সুনামগঞ্জ)

বিদ্যালয়ে স্যার আর ম্যাডামরা না থাকলেও দফতরিই ক্লাস নেন, তিনি একাই প্রথম থেকে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত সকল ক্লাসের ছাত্রছাত্রীর ক্লাস নিচ্ছেন। সকালের দিকে ১ম আর ২য় শ্রেণী, আর দুপুরের পর ৩য় আর ৪র্থ শ্রেণীর ক্লাস। ঘটনাটি জামালগঞ্জের হালির হাওর পাড়ের বেহেলী ইউনিয়নের প্রত্যন্ত অঞ্চল বদরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। শিক্ষকরা না থাকায় এই গ্রামেরই দফতরি খুব মনোযোগ সহকারে ক্লাসগুলো নিচ্ছেন। কমিটি ও গ্রামবাসী হতাশার কথা জানিয়েছেন। অবশ্য উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অনুপস্থিত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার কথা জানিয়েছেন।

গত শনিবার দুপুর ১২টার দিকে বদরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে জাতীয় পতাকা উড়ছে, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেখা যায়, কোন শব্দ নেই, কারো কোন আনাগোনা। সামনে এগিয়ে সরেজমিনে গিয়ে বিদ্যালয় ভবনে গিয়ে দেখা গেল শিক্ষকদের রুমে ঝুলছে তালা। পিছনের দিকে একটি রুমে ১০ জনের মতো শিক্ষার্থী, কম বয়সের একজন পুরুষ একবার বাংলা কবিতা পড়ছেন, আবার ইংলিশ পড়ছেন, আবার ক্লাসে ব্লেক বোর্ডে গণিত ক্লাসের পড়া দিচ্ছেন। বিষয়টি কেমন এলোমেলো সামনে এগিয়ে জানতে পারলাম তিনি বিদ্যালয়ের দফতরি। কোন শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে না আসায় তিনি ক্লাস নিচ্ছেন।

জামালগঞ্জের প্রত্যন্ত হাওর পাড়ের গ্রাম বেহেলী ইউনিয়নের বদরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে ২ জন শিক্ষকের কেউই উপস্থিত ছিলেন না বিদ্যালয়ে। এই ঘটনা শুধু একদিনের না প্রতিদিনই এমন ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের পাশে বসবাসরত কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। বিদ্যালয়ে খোদ প্রধান শিক্ষক অনুপস্থিত থাকায় হতাশ হয়েছে এলাকাবাসী ও অভিভাবকরা। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ুয়া সুভদ্রা, সুভাষ, শিপা, সাথী জানান, আজকে আমরার স্যার আইছলনা, ম্যাডাম আইছলনা, আমরারে দফতরি স্যার পড়াইছন। একইভাবে ৪র্থ শ্রেণীতে পড়ুয়া রুম্পা পাল, চন্দনা পাল জানিয়েছেন, আমরার পড়া কম অয়, আজকা দফতরি রিপন স্যার সবরে একসাথে কইরা পড়াইছন, ম্যাডাম আর স্যার আইছলনা। বদরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী বেহেলী উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ুয়া ৯ম শ্রেণীর ছাত্রী সুবর্না পাল জানান, আমরা হাওরে আছি বলে সকলে আমাদের অবহেলা করে, আমরার কেউ খবর নেয়না, আমরা ভালো সুযোগ পেলে আরো ভালো রেজাল্ট করতে পারতাম।

বদরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দফতরি রিপন চন্দ্র পাল জানান, আমি সাধারণ জ্ঞানের মানুষ, আমার জ্ঞানে যা কুলাই আমি তা পড়াইতাছি, স্যার আর ম্যাডাম আইছলনা, আমি সকালে ওয়ান টু আর দুপুরে থ্রি ফোররে পড়াইছি। গ্রামবাসী রুহুল আমিন জানান, স্যাররা সব দিন না আসায় আমরার পুলাপাইনের পড়া লেখায় ক্ষতি অইতাছে। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা মিতালী রানী রায় জানান, আমি স্কুলের কাজে রামপুর সাব সেন্টারে এসেছি। জামালগঞ্জের শিক্ষাবিদরা মনে করেন হাওর পাড়ের বিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত নজরদারি বাড়ানো, সেই সাথে মহিলা শিক্ষকদের দূরবর্তী কোন বিদ্যালয়ে না দেয়া, আর শিক্ষকদের বদলির ক্ষেত্রে সঠিক ও উপযুক্ত শিক্ষকদের মূল্যায়ন করা গেলে, অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের উপস্থিতি বাড়বে। তারা আরো জানিয়েছেন, দূরের বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের থাকার ব্যবস্থা হলে অনেকটাই সুফল পাবে উপজেলার শিক্ষার্থীরা। বদরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জীবন কৃষ্ণ সরকার জানান, আমি আত্মীয় বাড়ি তাহিরপুর গিয়েছিলাম বেড়ানোর জন্য, এসে অসুস্থ হয়ে পড়ি, এই জন্য স্কুলে আসতে পারি নাই। বদরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুল ইসলাম জানান, আমার বিদ্যালয়ে শিক্ষক মাত্র ২ জন, আজকে একজনও নেই, বিদ্যালয়ে কেন নেই, তাদের কাছে জানতে চাইবো। জামালগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো: নুরুল আলম ভুঁইয়া জানান, বদরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কেন শিক্ষকরা নেই, সে বিষয়ে অনুপস্থিত ২ শিক্ষককের কাছে ব্যাখা চাওয়া হবে ও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।